গাংনীতে ইসলামী আন্দোলনের মোটরসাইকেল শোডাউন

মেহেরপুরের গাংনীতে ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের মোটরসাইকেল শোডাউন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকালে গাড়াডোব মাধ্যমিক বিদ্যালয় চত্বর থেকে কয়েকশত মোটরসাইকেল ও মাইক্রোযোগে ইসলামী আন্দোলনের মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ও গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান সেন্টুর নেতৃত্বে গাংনী শহর হয়ে রাইপুর, ষোলটাকা, বামুন্দী, কাজিপুর, তেতুলবাড়িয়া, কাথুলী ও সাহারবাটি ইউনিয়ন প্রদক্ষিণ করেন।

আগামী সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী কে বিজয়ী করার আহ্বান জানান বক্তারা। এছাড়া সৎ মানুষের শাসন, দুর্নিতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে তাদের দলের প্রার্থী কে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

এসময় সংগঠনটির জেলা শাখার সভাপতি প্রভাষক খাদেমুল ইসলাম, জেলা সেক্রেটারি মাওলানা আরিফুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা সেক্রেটারি আবু হুরায়রা, উলামা আইআমাম পরিষদের সভাপতি মাওলানা মহসিন আলী ও সেক্রেটারি মুফতি হাসমোতুল্লাহ সহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ইসলামী আন্দোলনের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেল ৫টার দিকে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

৫ দফা দাবির মধ্যে ছিল আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত করা, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড

নিশ্চিতকরণ, গণহত্যার বিচারসহ অন্যান্য দাবি।বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের কোর্ট মোড় থেকে শুরু হয়ে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি প্রভাষক মোঃ খাদিমুল ইসলাম।

এছাড়াও এসময় জেলা সেক্রেটারি মাওলানা আরিফুল ইসলাম, সদর থানা সভাপতি মাওলানা সালাউদ্দিন, মুজিবনগর থানা সভাপতি মাওলানা আমিনুল ইসলাম, ইসলামী যুব আন্দোলনের জেলা সভাপতি মাওলানা আশরাফ শাহাজাহান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নিবার্চনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নিবার্চনী ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শুক্রবার সকাল ১০টায় দর্শনা ডাক বাংলো অডিটেরিয়ামে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর আয়োজনে নিবার্চনী প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নিবার্চন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক মুহাম্মদ এনামুল কবির জিপসী এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য পদ প্রার্থী মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান সজিব। প্রধান অতিথি তার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এখানে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বিভিন্ন ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা কমিটির উপস্থিত নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দিয়ে বলেন, আজ থেকে আপনারা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে পাখা মাকার্র পক্ষে সকল ধর্ম, বর্ণ, বিভিন্ন পেশার মানুষসহ সাধরণ মানুষকে সম্পৃক্ত করতে কাজ করবেন। সাধরণ মানুষের মধ্যে নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য করে আমাদের

দলের আর্দশ প্রচার করবেন। প্রতিটি ওয়ার্ডে, পাড়ার-মহল্লায় নিবার্চনী কমিটি গঠন করে পাখা মার্কার পক্ষে ভোট চাইবেন।

এছাড়া আগামী নিবার্চনকে সামনে রেখে এখন থেকে নিজ উদ্যেগে মনে প্রাণে কাজ করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী জয়যুক্ত করে ঘরে ফিরবেন বলে সকল নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের শুরুতেই কোরআন তেলোয়াত করেন, কারী মোঃ জিল্লুর রহমান।

এছাড়া নিবার্চনী প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের দামুড়হুদা সদর ইউনিয়রে সভাপতি মুফতি আব্দুর রাজ্জাক কাজী, হাউলী ইউনিয়রে সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, জুড়ান পুর ইউনিয়রে সভাপতি শাহিন আ্লম মিল্টন, নতিপোতা ইউনিয়রে সভাপতি মোশরেফ হোসেন, দর্শনা পৌরসভার সভাপতি মোঃ কামরুজ্জামান, নাটুদাহ ইউনিয়নের সভাপতি মাওঃ মোঃ মিকাইল হোসেন, পারকৃস্ণপুর মদনা ইউনয়নের সাধারণ সম্পাদক জামসের আলী, কুড়লগাছী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জোবায়ের আহম্মদ, গড়াইটুপি ইউনিয়নের জসীম উদ্দিন।

এছাড়া জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধরণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন নেতাকর্মী বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, মাওঃ কে এম সাইফুল্লাহ ও মুফতি মুহাম্মদ ইদরিস।

কোটচাঁদপুরে ইসলামী আন্দোলনের গণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ পীর সাহেব চরমোনাই ঘোষিত ৭ দফার দাবীতে গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকালে কোটচাঁদপুর উপজেলার সভাপতি মুফতী ওমর ফারুকের সভাপতিত্বে ও সাবেক জেলা সহসভাপতি মুফতী মাহমুদুল হাসানের উপস্থাপনায় এ গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা সভাপতি ডা. এইচ এম মোমতাজুল করীম। তিনি ফ্যাসিবাদী হাসিনা সরকারের দুঃশাসনের

বিবরণ দেন। বিগত সরকারের খুন, গুম ও দুর্ণীতির বর্ণনা করেন। এরপর তিনি ৭ দফার দাবী করেন। দাবী গুলো হলোঃ

১. গ্রহনযোগ্য তদন্ত কমিশন ও স্বতন্ত্র ট্রাইবুনাল গঠন করে জুলাই গণহত্যাকান্ডের বিচার করতে হবে। একই সাথে গত ১৬ বছরে সংগঠিত সকল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক হত্যাযজ্ঞ, গণহত্যা, গুম ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার করতে হবে। এক্ষেত্রে যে সকল ব্যক্তি বা সংগঠন দোষী সাব্যস্ত হবে, তাদেরকে রাজনীতি ও নির্বাচন থেকে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।
২. তদন্ত সাপেক্ষে বিগত বছরের সকল দুর্নীতিবাজ ও বিদেশে অর্থ পাচারকারীদের সকল সম্পত্তি ক্রোক করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করতে হবে এবং বিদেশে পাচারকৃত টাকা ফেরত আনবার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
বিগত বছরে যারা ক্ষমতায় ছিলেন তাদের সম্পদের হিসাব দিতে হবে। সকল দুর্নীতি ও টাকা পাচারের শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।
৩. আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, প্রশাসন, বিচার বিভাগসহ প্রজাতন্ত্রের যে সকল কর্মচারী আইন, সংবিধান, শপথ লঙ্ঘন করে অপেশাদার আচরণ করেছেন তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে।
৪. দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় জনগোষ্ঠির চিন্তা-চেতনা ও অনুভূতির বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না।
৫. নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করতে হবে এবং অবাধ, সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন (চজ) পদ্ধতি চালু করতে হবে।
৬. আওয়ামী দুঃশাসনের বিগত ১৬ বছরে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এদেশের সাধারণ শিক্ষাখাতের মান ও নৈতিকতা। এই ক্ষতি দ্রুত সময়ের মধ্যে কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে দেশপ্রেমিক শিক্ষাবিদ ও উলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে একটি জাতীয় শিক্ষাকমিশন গঠন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
৭. গ্রাম পুলিশকে জাতীয়করণ করে তাদের সম্মানজনক বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে।

এছাড়াও প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রভাষক মাওলানা শিহাব উদ্দিন, প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা যুব আন্দোলনের সেক্রেটারি এবং সাবেক কেন্দ্রীয় সাবেক ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের সভাপতি মুফতী আহমাদ আব্দুল জলিল । বিশেষ অতিথি মাওলানা আমানুল্লাহ হেফাজতে ইসলাম কোটচাঁদপুর শাখা।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা ওলামা পরিষদের সভাপতি মুফতী

নাজির আহমেদ, কোটচাঁদপুর থানা সেক্রেটারি জনাব ফারুক হোসেন, মহেশপুর উপজেলার সভাপতি মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক, সাবেক সভাপতি মাওলানা সরোয়ার হোসাইন, এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মুফতী ইব্রাহীম খলীল, দপ্তর সম্পাদক মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মামুন।

আলমডাঙ্গা ইসলামী আন্দোলন উপজেলা শাখার গণ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার গণ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেল ৩ টার দিকে আলমডাঙ্গা পুরাতন বাসস্ট্যান্ড (স্বাধীনতা স্তম্ভ ৭১) মোড়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার সভাপতি মাওঃ আকরাম হোসাইন সাইরাফী এর সভাপতিত্বে বিশাল গণ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি মাওঃ জহুরুল ইসলাম আজিজী।

গণসমাবেশে প্রধান অতিথি তার বক্তবে বলেন, পীর সাহেব চরমোনাই ৯ দফা ঘোষণা বাস্তবায়নে তারা জনমত গড়ে তুলবেন। তাদের এজেন্ডার ভিতরে রয়েছে বিগত সরকারের সকল মন্ত্রী-এমপি এবং নেতাকর্মীদের সম্পদের হিসাব নিতে হবে। সকল সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতে হবে। দুর্নীতিগ্রস্থ যে সকল নেতাকর্মীরা রয়েছে তাদের নির্বাচন করার বৈধতা বাতিল করতে হবে। আগামী নির্বাচনে সংখানুপাতিক (পি.আর) পদ্ধততে নির্বাচন দিতে হবে। কেননা পি.আর পদ্ধতি ছাড়া জনগণের রায়ের সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না।তিনি আরও বলেন- দেশ দ্বিতীয়বারের মতো স্বৈরাচার মুক্ত হলেও এখনো কিছু মানুষ স্বৈরাচারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। স্বৈরাচার শাসকের সময় যেরকমভাবে বিভিন্ন হাটবাজার, খাল-বিল, স্টিমারঘাট, লঞ্চঘাট লুটপাট করে খেত, এখন একদল স্বার্থান্বেষী সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। প্রধান বক্তা অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বলেন ভারত এক

স্বৈরাচারকে এদেশের মসনদে বসিয়ে দেশের জনগণের উপর যেরকমভাবে অত্যাচারের স্টিম রোলার চালিয়েছিল জনগণ দেরিতে হলেও সেটা প্রতিহত করেছে। এক্ষেত্রে ভারত চরমভাবে হতাশ হয়েছে। হতাশা থেকে প্রতিশোধ স্বরুপ ভারত আমাদের উপর পানি আগ্রাসন চালিয়েছে। কিন্তু দেশের সর্বস্তরের জনতা যেভাবে বন্যার্তদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মরত প্রত্যেক সদস্য, বাংলাদেশ পুলিশ সদস্য তাদের একদিনের আয় এবং অনেকে বন্যার্তদের সহযোগিতায় গাড়ি ভাড়া ফ্রি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের স্টাফদের এক দিনের আয় দান করেছেন। তেমনিভাবে দেশের মানবিক সংগঠনগুলো নিজেদের সর্বোচ্চ দিয়ে মানবতার পাশে দাঁড়িয়েছেন। জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ মানবতার সাহায্যের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং ভারতের পানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। আমি এই জনতাকে সাধুবাদ জানাই। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো জনতার ঐক্যবদ্ধ হওয়াতে ভারতকে আরো হতাশায় নিমজ্জিত হতে দেখা যাচ্ছে।”

জেলা শ্রমিক আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক মাওঃ সাইফুল ইসলামের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তৃতা করেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আকরাম হোসাইন সাইরাফী, সিনিয়র সহ সভাপতি আমিনুল হক, সেক্রেটারী ডা. ওয়ালিদ হোসেন জোয়ার্দার, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক হোসেন, সদস্য মীর শফিকুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, খাসকররা ইউনিয়নের সভাপতি মাওঃ আব্বাস উদ্দিন, আইলহাস ইউনিয়নের সেক্রেটারী মাও. জাহিদ হাসান, শাখার উপদেষ্টা মাওঃ আব্দুস সুবহান, নাগদাহ ইউনিয়নের সেক্রেটারী আল মামুন রতন, জেহালা ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মুফতি সাজ্জাদুর রহমান, পৌর সেক্রেটারী তানভীরুল হক জোসেফ। সমাবেশ শেষে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন ইসলামী আন্দোলন উপজেলা সদস্য মুফতি সিরাজুল ইসলাম।

সমাবেশে উপস্থিত বক্তারা বলেন, একাত্তরে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও সঠিক নেতৃত্বের অভাবে দেশ যেরকমভাবে দুর্নীতি থেকে মুক্ত হতে পারে নাই। ঠিক বর্তমানেও ২৪-এ এসেও যদি আমরা নেতা নির্বাচনে ভুল করি তাহলে ৭১ পরবর্তী সময়ের যেরকমভাবে ভুলে মাসুল দিয়েছে আমরা এবারও আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সেই ভুলের মাশুল দিতে হবে। আমরা একই ভুল বারবার করব না। এবার দেশপ্রেমিক জনতাকে সাথে নিয়ে দেশকে নিজেরা গুছিয়ে নেব ইনশাআল্লাহ্।

অন্যান্য বক্তারা স্বৈরাচার শেখ হাসিনা সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ড সমালোচনা করেন। শেখ হাসিনা ভারতে বসে ষড়যন্ত্র করছেন।

তার শাসনামলে দেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে। আর সেগুলো উদ্ধার করে টাকা পাচারকারী ও দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়। তারা বলেন, অবিলম্বে তার দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে। ৫ আগস্টে যে সমস্ত পুলিশ সদস্য নিরীহ ছাত্র-জনতার ওপরে গুলি করেছিল তাদেরও শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানান বক্তারা। এরপর সংক্ষিপ্ত দোয়ার মাধ্যমে গণ-সমাবেশের কর্মসূচি শেষ হয়।

মেহেরপুরে ইসলামী আন্দোলনের গণসমাবেশ

ছাত্র-জনতার গণবিপ্লবে সংঘটিত গণহত্যার বিচার, দুর্নীতিবাজদের গ্রেফতার, অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত ও তাদেরকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা, সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামী সমাজভিত্তিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে এ গণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য,মাওলানা মুফতি ইমরান হোসাইন।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাশিদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মোঃ আক্কাস আলী মাস্টার, গাংনী থানা শাখার সভাপতি মোঃ ফয়সাল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক, মেহেরপুর জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মো আরিফুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ মোঃ

আব্দুল গাফফার, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন মেহেরপুর জেলা শাখা সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইব্রাহিম খলিল আবীরসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় ইসলামী আন্দোলনের বিক্ষোভ মিছিল

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে গণহত্যার বিচারের দাবি এবং দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে আলমডাঙ্গা উপজেলা ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল করেন।

গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪ টার দিকে পৌর এলাকার আলতায়েবা মোড়ে এ বিক্ষোভ মিছিল করেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সভাপতি আকরাম হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ডা: ওয়ালিদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক হোসেন, সহ-সভাপতি আমিনুল ইসলাম, আক্তার আলী, হাফেজ মো: আমির হামজা, মীর শফিক, শরিফুল ইসলাম, খাজা মইনুদ্দিন, মুফতি সিরাজুল ইসলাম প্রমূখ।